তৃতীয় অধ্যায় | সুখবাদ

সুখবাদীদের মতে, সুখই মানবজীবনের পরম ধ্যেয়। সুখ বা আনন্দ ছাড়া অন্য কিছুই স্বতঃমূল্যবান নয়। সুখবাদের দুটি প্রধান রূপ হল ঃ মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ এবং নৈতিক সুখবাদ। আমরা এখন এ দুটি মতবাদের রূপরেখা রচনা করার চেষ্টা করব।

১. মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ অনুসারে মানুষমাত্রেই নিজের সুখ খুঁজতে তৎপর। তার যাবতীয় কর্মের প্রেরণা একটাই ঃ সুখ-প্রাপ্তি। যে কাজ তাকে সুখলাভে সাহায্য করে না সে কাজ তাকে আকর্ষণ করে না। মনে রাখা দরকার, মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ কাজের বিচারের জন্যে কোনো মানদণ্ড প্রস্তুত করে না। মানুষের স্বভাবের তথ্যাত্মক বর্ণনা দেয় মাত্র। মানুষ কী করে, কী করতে চায়—এইসব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ সন্তুষ্ট থাকে। মানুষের কী করা উচিত সে প্রশ্নের উত্তর দিতে এ মতবাদ আগ্রহী নয়।

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ মানবচরিত্রের যে তথ্যাত্মক বর্ণনা দেয় তা কি যথার্থ ? আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, মানবচরিত্রের বর্ণনা দেওয়ার সময় মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের দিকে নজর দেয় নি। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখি, মানুষ অন্যের উপকার করতে এগিয়ে যায়—কখনও কখনও একাজে আত্ম-বিসর্জনও দেয়। আমাদের এসব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদে মানুষকে যতটা আত্মকেন্দ্রিক বলে বর্ণনা করা হয় মানুষ প্রকৃতপক্ষে অতটা আত্মকেন্দ্রিক নয়। যে মানুষ অন্যের উপকারে আত্মনিয়োগ করেছেন—যিনি নিজের জীবনের বিনিময়ে দশজনকে রক্ষা করেছেন তাঁকে সুখলোভী বলে চিহ্নিত করা যায় কি ?

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদীরা অবশ্য এ প্রশ্নের একটা উত্তর দিতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন, আত্মত্যাগ বা পরোপকারের মূলেও আছে সুখলাভের ইচ্ছা। যে ব্যক্তি অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেন, যিনি আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হন তাঁরা সকলেই এসব কাজের মধ্যে এক অতীব সুখকর অনুভূতির সন্ধান পান। এই সুখের হাতছানি এড়িয়ে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না বলেই তাঁরা পরোপকার বা ঐ জাতীয় কাজে প্রবৃত্ত হন। প্রগাঢ় অন্ধকারে চোখ যেমন কিছুই দেখতে সক্ষম হয় না, ঠিক সেরকম দুঃখবৃত্তি স্বাভাবিক মানুষের ক্রিয়াশক্তিকে পরিচালিত করে না। যে কাজের প্রতি মানুষ আকর্ষণ অনুভব করে না সে কাজ সম্পাদন করতে তার আগ্রহ থাকে না। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয় কেননা সে প্রলুব্ধ হয়। যে কাজের পরিণাম দুঃখজনক সে কাজে মানুষ প্রলুব্ধ হবে না—এটাই তো স্বাভাবিক।

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। মানুষ কেন, তাবৎ প্রাণীকুল সুখের সন্ধান করে থাকে। আমাদের যাবতীয় ঐচ্ছিক কর্মের মূলে আছে সুখলাভের ইচ্ছা।

Scanned with CamScanner

যে কাজের পরিণাম দুঃখজনক বলে জেনেছি সে কাজ সম্পাদনে আমাদের আগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই থাকে না। শুধু তাই নয়, আমরা আমাদের সুখকর অনুভবগুলিকে দীর্ঘস্থায়ী করে তুলতে চাই। জীবনে যখন দুঃখজনক অবস্থা আসে তখন সে অবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাটিয়ে উঠে আবার সুখের মুখ দেখতে চাই। এসব প্রমাণ করে যে মানুষ মূলত সুখাভিলাষী।

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ মানবচরিত্রের যে চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরে তা খণ্ডচিত্র—পূর্ণচিত্র নয়। পরিস্থিতি নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ সর্বদা নিজের সুখ আকাঙ্ক্ষা করে—মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের এ দাবী ভ্রান্ত বলে মনে হয়। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে দুঃখকর পরিণামের সম্ভাবনা জেনেও মানুষ কাজে এগিয়ে যায়। যুদ্ধরত একটি সৈনিকের কথাই ধরা যাক। এ সৈনিক জানে, যুদ্ধের পরিণাম তার পক্ষে দুঃখজনক হয়ে উঠতে পারে। সে গুরুতর আহত হতে পারে—তার মৃত্যুও হতে পারে। তা সত্ত্বেও কিন্তু শত্রুদমনের কাজে সে এগিয়ে যায়। হয়তো প্রাণবিসর্জনও দেয়।

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদী হয়তো বলবেন, শত্রুদমন তথা দেশরক্ষার কাজে এ সৈনিক নিশ্চয়ই কোনো সুখকর অনুভূতির সন্ধান পেয়েছে। নতুবা তার পক্ষে এমন কাজে প্রবৃত্ত হওয়া অস্বাভাবিক।

কিন্তু এ ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নয়। অঙ্গহানি বা মৃত্যু অবধারিত জেনে যে সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করে সে কোনো সুখকর পরিণামের কথা ভেবে উৎসাহিত হয়েছে—এরকম চিন্তা করাটাই অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। যে বিষয়টি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে তা সুখের আকাঙ্ক্ষা নয়—কর্তব্যবোধ। সৈনিক হিসেবে তার কর্তব্য শত্রুদমন। এ বিষয়টি সম্বন্ধে সে সচেতন। এই কর্তব্যবোধ তাকে মৃত্যু বা অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী জেনেও লড়াই করতে শিখিয়েছে। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে কেন, দৈনন্দিন জীবনেও অনুরূপ দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। স্ত্রী-কন্যা পুত্র-পরিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে আত্মসুখ পরিহার করেছেন—এমন দৃষ্টান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে বিরল নয়। এরকম ক্ষেত্রে স্নেহ, সহানুভূতি, কর্তব্যবোধ ইত্যাদির ভূমিকা প্রধান, আত্মসুখ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা গৌণ। পরোপকার-বৃত্তি, কর্তব্য-ভাবনা এসব মানবিক গুণের দিকে নজর না দিলে মানবচরিত্রের বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হয় না। মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ মানবচরিত্রের এ দিকটা উপেক্ষা করেছে। তাই মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ অসম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়ত, মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সুখ কামনা করে না। ধরা যাক, আমি ক্ষুধার্ত। আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে কীভাবে ? সুখঅর্জনে না খাদ্যদ্রব্য প্রাপ্তিতে ? ক্ষুধা নিবারণে সুখ তো প্রত্যক্ষভাবে কোনো সাহায্য করে না। যা সাহায্য করে তা হল খাদ্য। ক্ষুধার্ত হলে প্রথমেই খাদ্যের খোঁজ করি—সুখের নয়। ক্ষুধা নিবারণের পর যে তৃপ্তির অনুভব হয় সেটি অবশ্য সুখকর। কিন্তু এ থেকে প্রমাণ হয় না যে ক্ষুধা-নিবারণের প্রাক্‌মুহূর্তে সুখ কামনা করা হয়েছিল। সুতরাং, মানুষ স্বভাবত সুখ কামনা করে—মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের এ দাবী সঠিক বলে মনে হয় না। মানুষ যা প্রত্যক্ষভাবে কামনা করে তা ভোগ্যদ্রব্য। ঐ ভোগ্যদ্রব্যের প্রাপ্তিতে সুখবোধ উৎপন্ন হয়।

Scanned with CamScanner

তৃতীয়ত, কোনো কোনো সমালোচক মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের বক্তব্যের মধ্যে বিরোধাভাসের (paradox) সন্ধান পেয়েছেন। 'সুখবাদের হেঁয়ালী' নামে পরিচিত এই বিরোধাভাসের দিকে নীতিবিজ্ঞানী সিজউইক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সিজউইক বলেন, সুখলাভের আশায় কাজ করতে হলে সুখের কথা ভুলে যাওয়া দরকার। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। ক্রিকেট-অঙ্গনে অ্যালান বর্ডারের প্রতিভা প্রশ্নাতীত। টেস্ট-ক্রিকেটে সর্বাধিক রান করার গৌরবটি এখনও পর্যন্ত তাঁরই। এই গৌরবে বর্ডার সুখী হয়েছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে যে স্বপ্নের খেলাগুলি তিনি খেলেছেন—যে ইনিংসগুলি তাঁকে এই গৌরবশিখরে পৌঁছে দিয়েছে, সেই ইনিংসগুলির প্রতিটি মুহূর্ত তিনি কি সুখের সন্ধান করেছিলেন না সন্ধান করেছিলেন যুৎসই বলের ? যদি বর্ডার বলের দিকে চোখ এবং মন না রেখে সুখের কথা ভাবতে ব্যস্ত হয়ে পড়তেন তাহলে অ্যালান বর্ডার ক্রিকেট-জগত থেকে অচিরে নির্বাসিত হতেন। আজ তিনি যে গৌরবে সুখী সে গৌরব কোনোদিন তাঁর করায়ত্ত হতো না। খেলা বর্ডার-কে সুখের দরজায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু খেলার মুহূর্তে তাঁকে সুখের কথা ভুলতে হয়েছে—ভাবতে হয়েছে খেলা এবং একমাত্র খেলারই কথা। দেখা গেল, সুখের জন্যে কাজ করতে হলে সুখের কথা ভুলে যাওয়া দরকার হয়ে পড়ে। সিজউইক একে 'সুখের বিরোধাভাস' (paradox of hedonism) নামে অভিহিত করেছেন। সিজউইক মনে করেন, এই বিরোধাভাসের পরিপ্রেক্ষিতে মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের দুর্বলতা আরো প্রকট হয়। সুখপ্রাপ্তির জন্যে যদি সুখের কথা ভুলে যাওয়া দরকার হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে সুখলাভের পথে সুখ-কামনাই প্রধান প্রতিবন্ধক। সুতরাং সুখ কখনও স্বাভাবিক কাম্যবস্তু হতে পারে না। সুখ যদি সুখ-অর্জনের পথে বাধাস্বরূপ হয়, সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ তা কামনা করতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদী অবশ্য এর উত্তরে বলতে পারেন, সুখবাদের বিরোধাভাস মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের মূল সিদ্ধান্তকে অসত্য প্রমাণিত করে না। সুখবাদের বিরোধাভাস শুধু এটুকু প্রমাণ করে যে, সুখের কথা সর্বক্ষণ ভাবতে থাকলে সুখপ্রাপ্তি সম্ভব হয় না। কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের মূল দাবী কিছুটা অন্যরকম। এ দাবী অনুসারে মানুষের প্রতিটি কর্মের মূলে আছে সুখলাভের ইচ্ছা। মানুষ সবসময় সুখের কথা ভাবতে ভাবতে কাজ করে—এ দাবী মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদ করে নি। কাজ করার সময় সুখের কথা ভুলে যেতে হবে—এ তত্ত্ব মেনে নিয়েও মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের মূল সিদ্ধান্তের সঙ্গে সহমত হওয়া যায়। সুখবাদের বিরোধাভাস আর যাই প্রমাণ করুক—এ প্রমাণে সমর্থ হয় নি যে মানুষ সুখপ্রাপ্তির আশায় কাজ করে না। যতক্ষণ এটি প্রমাণিত না হচ্ছে ততক্ষণ মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদে আস্থা হারানোর কারণ নেই।

সুখবাদের বিরোধাভাসের বিরুদ্ধে মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদীর এ উত্তর দেখে অবশ্য এরকম মনে করার কোনো কারণ নেই যে মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের সিদ্ধান্ত নির্ভুল। বস্তুত, মনোবৈজ্ঞানিক সুখবাদের সর্বপ্রধান ত্রুটি এই যে, এ মতবাদ কেবল সুখলাভের

Scanned with CamScanner